প্রচলিত ভুল
সংশয় ও বিভ্রান্তি

গ্রন্থনা

মাও. মাহবুবুল হাসান আরিফি

উলুমুল হাদিস সমাপন : মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া, ঢাকা

উসতাযুল হাদিস : জামিয়া ইসলামিয়া চরপাড়া, ময়মনসিংহ

সম্পাদনা

মাওলানা শফিকুর রহমান জালালাবাদি

শায়খুল হাদিস : আল-জামিয়াতুল ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী™

প্রচলিত ভুল, সংশয় ও বিভ্রান্তি

গ্রন্থনা	: মাওলানা মাহবুবুল হাসান আরিফি
সম্পাদনা	: মাওলানা শফিকুর রহমান জালালাবাদি
স্বত্ব	: প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রথম প্রকাশ	: একুশে বইমেলা ২০২৪
প্রচ্ছদ	: আহমাদুল্লাহ ইকরাম
মুদ্রণ	: জনপ্রিয় কালার প্রিন্টার্স, প্যারিদাস লেন, ঢাকা-১১০০।
পরিবেশক	: **রাহনুমা প্রকাশনী**
	ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
	৪নং কওমী মার্কেট, ৬৫ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
	যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯

মূল্য : ৪০০/- (চারশ টাকা মাত্র)

PROCHOLITO VUL, SONSOY, BIVRANTY
Writer: Mawlana Mahbubur Rahman, Published by: Rahnuma Prokashoni, Dhaka. Price: Tk. 400.00, US $ 10.00 only.

ISBN 978-984-94957-3-1
www.rahnumabd.com, E-mail: rahnumaprokashoni@gmail.com

সম্পাদকের কথা

باسمه تعالى

বহু কাল ধরে আমাদের সমাজে কিছু কিছু কথা প্রচলিত আছে। অনেক আলেমও এ সকল বিষয় তাদের বয়ান-বক্তৃতায় প্রচার করে থাকেন। কিন্তু কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এগুলো কতটুকু সঠিক, এগুলোর ভিত্তি কতটুকু মজবুত, মানুষের কাছে তা প্রচার-প্রসার করার যোগ্য কিনা, তা যাচাই করার প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করি না। অথচ যে কোনো কথা প্রচার করার দ্বারা কিংবা কোনো নেক আমলের দ্বারা তখনই সাওয়াবের আশা করা যায়, যদি বিষয়টি সহিহ হয়। পক্ষান্তরে সনদবিহীন প্রচলিত কোনো কথা যদি মানুষের কাছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস হিসেবে তুলে ধরা হয়, তাহলে হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী এটি বড় ধরনের গুনাহর কারণ হবে।

সমাজের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে গত কয়েক বছর আমার স্নেহাস্পদ মাও. মাহবুবুল হাসান আরিফি এ জাতীয় নানা বিষয়ের তাহকিক ও গবেষণা শুরু করে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় তা প্রচারে সচেষ্ট হয়। বেশ কিছু বিষয় লেখার পর পাঠক মহল থেকে তা পুস্তক আকারে প্রকাশের চাহিদা আসে। অতঃপর লেখাগুলো গ্রন্থিত করে সে আমার কাছে পেশ করে। আমি পুরো বইটি পড়ে দেখেছি। কয়েক জায়গায় সংশোধন করে দিয়েছি। আবার কোনো কোনো জায়গায় কিছুটা সংযোজন-বিয়োজনও করেছি। আর কিছু কিছু বিষয় আমার কাছে একটু বাড়াবাড়ি মনে হওয়ায় সেগুলো বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি।

সহিহ কথার প্রচার ও ভিত্তিহীন বিষয়ের অসারতা প্রমাণে তার এই মহৎ উদ্যোগটি অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য। দোয়া করি আল্লাহ তায়ালা তার লেখায় যেন বরকত দান করেন এবং সমাজ ও জাতি যেন এর দ্বারা উপকৃত হয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে লেখাগুলোর উপর আমল করার তাওফিক দান করুন, আমিন।

-মাওলানা শফিকুর রহমান জালালাবাদি

লেখকের কথা

২০১৫ সাল থেকে আমি ফেসবুকে বিভিন্ন বিষয়ে লিখে আসছি। সমাজে প্রচলিত ভুল কথা, ভুল কাজ, ভুল বিশ্বাস এবং কিছু বিভ্রান্তি ও সংশয়ই ছিল আমার লেখার মূল প্রতিপাদ্য। সময়ে সময়ে এ সকল বিষয়ে আমি লিখতাম। এভাবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ লেখা জমা হয়ে গেলে আমার কল্যাণকামী বন্ধুরা সেগুলোকে মলাটবদ্ধ করার তাগিদ দিতে থাকেন। কিন্তু অন্যান্য লেখালিখিতে ব্যস্ত থাকায় এগুলো পরিমার্জন করার সুযোগ হচ্ছিল না। একদিন রাহনুমা প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী দেওয়ান মুহা. মাহমুদুল ইসলাম ভাইয়ের সাথে এ বিষয়ে আলাপ করলে তিনি লেখাগুলো ছাপানোর আগ্রহ প্রকাশ করেন। তার উৎসাহ পেয়ে পরিমার্জনের কাজে হাত দেই।

আল্লাহ তায়ালার অশেষ শুকরিয়া, অবশেষে **'প্রচলিত ভুল, সংশয় ও বিভ্রান্তি'** নামক গ্রন্থটির কাজ শেষ হয়। অতঃপর আমার একান্ত ঘনিষ্ঠ বিজ্ঞ কয়েকজন আলেমকে এটি দেখে দেওয়ার অনুরোধ করি। তারা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পুরো গ্রন্থটি দেখে কিছু পরামর্শ দেন। তাদের পরামর্শের আলোকে পুনরায় বইয়ে পরিমার্জন শুরু করি। তারপর আমার পিতা মাও. শফিকুর রহমান জালালাবাদি সাহেবের নিকট বইটি সম্পাদনার জন্য পেশ করি। তিনি এটি আদ্যোপান্ত দেখে কয়েক জায়গায় সংযোজন-বিয়োজন করেন, কিছু কিছু জায়গায় সংশোধনও করে দেন, আবার দুয়েকটি লেখা বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেন। তার নির্দেশ অনুযায়ী আমি লেখাগুলো চূড়ান্ত করি।

এ বইটি একসাথে বসে লেখা কোনো বই নয়; বরং এ বই সময়, প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের উপর নানান লেখার সমষ্টি। তাই এখানকার প্রতিটি লেখাই স্বতন্ত্র। এ কারণেই সবগুলো লেখার উপস্থাপনা একরকম হয়নি। তবে বইটি বিশুদ্ধ ও পাঠকপ্রিয় করার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তা সত্ত্বেও কোথাও যদি কোনো ভুল পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে আমাকে অবগত করলে খুশি হব।

বইটি সংকলনে যারা আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলের শুকরিয়া আদায় করছি। বিশেষভাবে আমার সহকর্মী মুফতী আব্দুল্লাহ মাহমুদ এবং আমার প্রিয় ছাত্র মাওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসউদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ তায়ালা তাদের অশেষ প্রতিদান দিন। আর লেখক, সম্পাদক, প্রকাশক ও পাঠক সবাইকে দুনিয়া ও আখেরাতের অশেষ কল্যাণ দান করুন। বইটির উসিলায় আমাদের সবার নাজাতের ব্যবস্থা করে দিন। আমিন।

সূচি

ঈমান-আকিদা—১৩

'পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়'—কথাটি কি সঠিক?—১৩
অপরাধীকে অহংকারবশত ঘৃণা নয়—২০
'প্যারাডক্সিক্যাল'র একটি পাঠ : একটি ভুল ও নিরসন—২৪
শেষ নবি মানা ও না মানা নিয়ে একটি বিভ্রান্তি—২৭
কালিমা-সংশ্লিষ্ট একটি স্বপ্ন এবং বিভ্রান্তি—৩০
কুরবানি ও 'শিরকে আসগর'—৩১
ফাসাদ ফিল-আর্‌দ : একটি বিভ্রান্তি—৩৪
ফখরুদ্দিন রাযি রহ. কে জড়িয়ে একটি বিভ্রান্তি—৩৫

তাসাউফ ও আত্মশুদ্ধি—৩৭

পির-মুরিদি : কিছু ভ্রান্তি, কিছু বিভ্রান্তি—৩৭
বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির কবলে তাসাওউফ ও পির-মুরিদি—৪১
প্রচলিত বাইয়াত কি বেদআত?—৪৪
তওবা কি করানোর বিষয়?—৪৬
ধর্মীয় বিষয়ে স্বপ্ন এবং কাশফ কি গ্রহণযোগ্য?—৪৭
'ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদে ফিরে এলাম'—হাদিসটি কি সহিহ?—৫০

ফাযায়েল—৫৫

এক জন আলেম চল্লিশ জনের এবং এক জন হাফেজ দশ জনের সুপারিশ করবে, কথাটির বাস্তবতা কতটুকু?—৫৫
রমজানে মৃত্যুবরণ করলে কি কবরের আযাব মাফ হয়ে যায়?—৬০
শুক্রবারে মৃত্যুবরণ করলে কি কেয়ামত পর্যন্ত কবরের আযাব বন্ধ থাকে?—৬৪
জুমুআর দিন সুরা কাহফ তেলাওয়াতের সময়—৭১
সুরা ইখলাস তিন বার পাঠ করলে কি একবার কুরআন খতমের সাওয়াব পাওয়া যায়?—৭৩
সুরা ইয়াসিন এক বার পাঠ করলে কি দশ খতমের সাওয়াব পাওয়া যায়?—৭৭

মাতা-পিতার দিকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকালে কবুল হজের সাওয়াব পাওয়া যায়?—৮১
তেত্রিশ আয়াতের ফজিলতের কি কোনো ভিত্তি নেই?—৮৪
নেককারদের নিদর্শন থেকে বরকত গ্রহণ কি অবৈধ?—৮৬
আশুরার দিন ভালো খাবারের আয়োজন কি মুস্তাহাব?—৮৮
জমজমের পানি কি দাঁড়িয়ে পান করা জরুরি?—৯২

ইবাদত—৯৫

জামাত চলাকালীন ফজরের সুন্নত ও কিছু কথা—৯৫
ইশরাক ও চাশত কি একই নামাজের দুই নাম?—৯৮
সালাতুল আওয়াবিন কোন নামাজ?—১০৫
ঈদের নামাজ ঘরে পড়ার কি সুযোগ আছে?—১০৮
আরাফার রোজা জিলহজের নয় তারিখে নাকি হাজিদের আরাফায় অবস্থানের দিনে?—১১৩
সাদাকাতুল ফিতর কি টাকা দিয়ে আদায় হয় না?—১১৬

কুরবানি, আকিকা ও মানত—১২২

কুরবানির সাথে আকিকা কি বৈধ নয়?—১২২
কুরবানির দিনে নখ-চুল কাটার আদেশ কি কেবল কুরবানিদাতার জন্য?—১২৪
মানত : কিছু অস্পষ্টতা নিরসন—১২৭
মানত ও আমাদের ভ্রান্তি—১৩৩
মাজারের নামে মানত ও আমাদের ভ্রান্তি—১৩৫

বিবাহ—১৩৮

শরয়ি মোহর এবং সামাজিক চিন্তাধারা—১৩৮
বিবাহের মজলিসে খেজুর ছিটানো কি সুন্নত?—১৪২
স্ত্রীর সাথে সুস্পষ্ট মিথ্যা বলার সুযোগ কি ইসলামে আছে?—১৪৪

জানাজা ও দাফন—১৪৯

মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে কাঁদা—১৪৯
দাফনে দেরি করা—১৪৯
জানাজার পূর্বে মৃতব্যক্তির ওলি কিছু বলা কি জরুরি?—১৫০
মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ক্ষমা চাওয়া এবং আমাদের ভ্রান্তি—১৫০

মৃত ব্যক্তির জন্য মিলাদ ও খাবারের আয়োজন এবং আমাদের ভ্রান্তি—১৫০
জোরপূর্বক সাক্ষ্য আদায়!—১৫২
জুতা পায়ে জানাজা পড়া এবং কিছু অস্পষ্টতা নিরসন—১৫২
একাধিকবার জানাজা পড়া—১৫২
গায়েবানা জানাজা—১৫৩

দোয়া ও খতম—১৫৫

দোয়া-দরুদের ওযিফা : কিছু কথা—১৫৫
আমাদের দোয়া কেন কবুল হয় না?—১৫৬
মাছুর দোয়া এবং আমাদের দোয়ার ভাষা—১৬০
অজুর প্রতিটি অঙ্গের জন্য কি বিশেষ দোয়া আছে?—১৬১
নামাজ-পরবর্তী তাসবিহের সংখ্যা এবং একটি সন্দেহের নিরসন—১৬৫
মাগরিবের পরের একটি দোয়া ও আমাদের ভুল—১৭০
তারাবির নামাজে প্রতি চার রাকাত পর পঠিত দোয়াটি কি প্রমাণিত?—১৭২
খাবার শুরুর দোয়া এবং আমাদের ভুল—১৭৩
খাবার শেষের দোয়া এবং একটি ভুল—১৭৪
খাবারের আরেকটি দোয়া ও আমাদের ভুল—১৭৫
দাওয়াত খাওয়ার পরের দোয়া এবং একটি অস্পষ্টতা নিরসন—১৭৭
ইফতারের কয়েকটি দোয়া ও আমাদের ভ্রান্তি—১৭৮
রজব মাসসংক্রান্ত একটি দোয়া ও কিছু কথা—১৮০
ইস্তেখারা ও আমাদের সমাজ—১৮১
খতমে আম্বিয়া ও আমাদের ভ্রান্তি—১৮৪

দরুদ—১৮৬

দরুদে মাছুর ও আমাদের ভ্রান্তি—১৮৬
এটা কি দরুদ পাঠের সঠিক পদ্ধতি?—১৮৭
দরুদ পাঠে বা লেখায় বিকৃতি নবি-প্রেমিকের কাম্য নয়—১৯০
জুমুআর দিনের বিশেষ ফজিলতপূর্ণ দরুদ কি প্রমাণিত?—১৯২
নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে স্বপ্নে দেখার দরুদ
এবং আমাদের ভুল চিন্তা—১৯৯
দরুদে নারিয়া না তাযিয়া?—২০২

আদব ও সুন্নত—২০৪

খাবার বণ্টনের গুরুত্বপূর্ণ আদব ও আমাদের ভ্রান্তি—২০৪

খাওয়ার সময় বসার পদ্ধতি : কিছু অস্পষ্টতা নিরসন—২০৫

হেলান দিয়ে বসে আহার করা—২০৬

আসন পেতে বসে আহার করা—২১০

চেয়ারে বসে আহার করা—২১১

উপুড় হয়ে বা পেটের উপর ভর করে বসা—২১১

আহারের সময় বসার মুস্তাহাব পদ্ধতি—২১২

করোনা ও মহামারি—২১৯

করোনা ভাইরাস এবং হাদিসে বর্ণিত 'তাউন' দুটি কি এক?—২১৯

মহামারিতে হোম কোয়ারেন্টাইন-সংক্রান্ত বহুল প্রচারিত হাদিস এবং কিছু বিভ্রান্তি—২২৩

হালাল ও হারাম—২২৭

দাড়ি কাটা, দাড়ি ছাঁটা : কিছু ভ্রান্তি, কিছু বিভ্রান্তি—২২৭

টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলানো-সংক্রান্ত আমাদের কিছু ভ্রান্তি—২৩০

শুধু নামাজের সময়ই নয়, অন্য সময়ও টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলানো নিষেধ—২৩১

টাখনুর নিচে শুধু ইযার ঝুলানোই নিষেধ নয়, জুব্বা এবং অন্য পোশাক ঝুলানোও নিষেধ—২৩২

গায়ক, নায়ক ও খেলোয়াড়দের প্রতি ভালোবাসা এবং আমাদের ভ্রান্তি—২৩৮

বিবিধ—২৪১

আওলাদে রাসুল শব্দের ব্যবহার : কিছু সংশয় নিরসন—২৪১

ধারণামাত্রই কি গুনাহ?—২৪৭

শবে বরাতের আমল কি চতুর্থ শতাব্দীর পরের উদ্ভাবন?—২৫২

সৌন্দর্যের চর্চা : কিছু সংশয় নিরসন—২৫৩

মিলাদ-মাহফিল : একটি শাব্দিক ভুল—২৫৬

ঈমান-আকিদা

‘পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়’—কথাটি কি সঠিক?

আমাদের সমাজে অনেকের মুখে মুখে প্রচলিত কিছু কথা এমন আছে, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে যেগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। থাকলেও যে অর্থে কথাগুলো প্রসিদ্ধ, সে অর্থগুলো বাস্তবতাবিরোধী। এমনই একটি কথা হচ্ছে ‘পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়।’

এই কথাটি অনেকের কাছে যেন এক ‘মূলনীতি’তে পরিণত হয়ে গেছে। আর এই প্রসিদ্ধ কথার উপর ভিত্তি করেই গুরুত্বপূর্ণ যে সিদ্ধান্তটি নেওয়া হচ্ছে—কাফের, মুরতাদ, নাস্তিক, যিন্দিক[১], শাতিমে রাসুল (রাসুলকে কটূক্তিকারী), ইসলাম বিদ্বেষী, বেদআতি, পাপাচারী, কারও প্রতি কোনোরূপ বিদ্বেষ বা ঘৃণা পোষণ করা যাবে না। শুধু তাই নয়, এই কথাটির উপর ভিত্তি করে মাঠে-ময়দানে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অমুসলিমদের ভালোবাসতে বলা হয়। তাদের মহব্বত করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। তাদের অসম্মান করলে, মহব্বত না করলে সাব্যস্ত করা হয় মহাপাপী বলে!

মোটকথা, এই ‘মূলনীতি’র ভিত্তিতেই আমরা তাদের প্রতি প্রীতি ও ভালোবাসা পোষণ করে চলছি। অথচ তারা তাদের ভ্রান্ত ধর্ম বা মতবাদে এতই কট্টর যে, আমাদের ভালোবাসা তো দূরের কথা, বরং আমাদের হীনতম শত্রু মনে করে। দেশে দেশে আমাদের ভাইবোনদের ব্যাপক হত্যা ও নির্যাতনের কোনো অপচেষ্টাই বাদ রাখেনি এবং রাখছেও না। বাস্তবতা হচ্ছে ‘পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়’ কথাটি বাহ্যিক অর্থে এবং যে অর্থে প্রসিদ্ধ, সেই অর্থে এটির ব্যবহার কুরআন ও হাদিসের বিরোধী। এ কথাটি বিস্তারিত ব্যাখ্যার দাবি রাখে।

প্রথম কথা হল, কুরআন-সুন্নাহয় সুস্পষ্টভাবে কাফের-মুশরিকদের প্রতি বিদ্বেষ রাখতে এবং তাদের ঘৃণা করতে বলা হয়েছে। নিচে এ সংক্রান্ত কিছু আয়াত ও হাদিস লক্ষ করুন।

---

১. যে ইরতিদাদ অর্থাৎ ইসলামত্যাগ-মূলক কোনো আকিদা-বিশ্বাস পোষণ করে অথবা অনুরূপ কাজ-কর্মের সঙ্গে জড়িত থেকেও নিজেকে কথা বা কাজে মুসলমান বলে দাবি করছে।

কুরআনের দাবি

এক. কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ.

'তোমাদের জন্য ইবরাহিম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর, তার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সূচিত হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যদি-না তোমরা এক আল্লাহর উপর ঈমান আন।' (সুরা মুমতাহিনা, আয়াত ৪)

লক্ষ করুন, উপরোক্ত আয়াতে কাফেরদের সাথে চিরকালের জন্য الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ—অর্থাৎ শত্রুতা ও বিদ্বেষের কথা বলা হয়েছে। আর الْبَغْضَاءُ শব্দের অর্থই হচ্ছে ঘৃণা ও বিদ্বেষ। সুতরাং উপরোক্ত আয়াতের আলোকেই কাফেরদের সাথে চিরকালের জন্য একজন মুমিনের ঘৃণা ও বিদ্বেষ থাকবে; শুধু কুফরের প্রতি ঘৃণা থাকলেই হবে না।

আরও লক্ষ করুন, উক্ত আয়াতে প্রথমেই বলা হয়েছে, إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ—অর্থাৎ 'তোমাদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।' এরপর বলা হয়েছে, 'এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর, তার সঙ্গেও সম্পর্ক নেই।'

বোঝা গেল, শুধু গাইরুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের) ইবাদত অপছন্দ করলে এবং তা থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখলেই হবে না। গাইরুল্লাহর ইবাদতকারী থেকেও 'বারাআত' তথা সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করা আবশ্যক।

দুই. আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا.

'অতঃপর সে যখন তাদের এবং তারা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করত, তাদেরকে পরিত্যাগ করল, তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং প্রত্যেককে নবি বানালাম।' (সুরা মারইয়াম, আয়াত ৪৯)

লক্ষ করুন, আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বড় বড় নেয়ামতপ্রাপ্তির কারণ হিসেবে শুধু তাদের উপাস্য থেকে পৃথক হওয়ার কথাই বলেননি, বরং উপাস্যের পাশাপাশি যারা উপাসনা করত, তাদের থেকেও পৃথক হওয়া এবং তাদেরও পরিত্যাগ করার কথা বলেছেন। বোঝা গেল, শুধু অপরাধকে ঘৃণা করে পরিত্যাগ করলেই হবে না, অপরাধীদেরও পরিত্যাগ করতে হবে।

হাদিসের দাবি

কুরআনুল কারিমের পাশাপাশি হাদিস শরিফেও এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। নিম্নোক্ত হাদিসগুলো দেখুন।

এক. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ.

অর্থাৎ যার ভালোবাসা ও ঘৃণা, দান করা ও না করা, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হয়ে থাকে, সে পূর্ণ ঈমানদার।[১]

ওলামায়ে কেরাম এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যে কাউকে নিজের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণের জন্য ভালো না বেসে শুধুই আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, পাশাপাশি কারও প্রতি নিজের ক্ষোভ থেকে ঘৃণা-বিদ্বেষ না রেখে কুফরি ও গোনাহের সূত্রে ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করে, তাহলে সে হচ্ছে পূর্ণ ঈমানদার।[২]

আবদুল্লাহ ইবনে বায রহ. হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, 'আল্লাহর জন্য ঘৃণা ও বিদ্বেষের অর্থ হচ্ছে, তুমি কোনো কাফেরকে আল্লাহর অবাধ্যতা করতে দেখলে শুধু আল্লাহর জন্য তার প্রতি বুগয—অর্থাৎ ঘৃণা ও বিদ্বেষ রাখবে। অথবা কোনো মুসলমানকে আল্লাহর অবাধ্যতা করতে দেখলে তার অবাধ্যতার পরিমাণ অনুযায়ী তার প্রতি বুগয—অর্থাৎ ঘৃণা ও বিদ্বেষ রাখবে। আল্লাহর জন্যই মুত্তাকি ও ঈমানওয়ালাদের মহব্বত করবে এবং আল্লাহর জন্যই কাফের-পাপাচারীদের প্রতি বিদ্বেষ রাখবে। কোনো ব্যক্তির মধ্যে যদি ভালো-মন্দ দুটি দিকই পাওয়া যায়, যেমন— পাপাচারী মুমিন, তাহলে তাকে তার ইসলামের কারণে মহব্বত করবে, আর পাপের কারণে ঘৃণা করবে। একই সাথে ভালোবাসা ও ঘৃণা—দুটি দিকই পাওয়া যাবে। সারকথা, মুমিন ও সৎ লোকদের পূর্ণ মহব্বত করবে, আর কাফেরদের প্রতি পুরোপুরি ঘৃণা ও বিদ্বেষ রাখবে। আর যার মধ্যে পাপ ও পুণ্যের

---

১. *সুনানে আবু দাউদ*: ৪৬৮১ (হাদিসটির সনদ সহিহ)

২. *আউনুল মাবুদ*: ১২/২৮৫; *ফাইযুল কাদির*, মুনাভি: ৬/২৯; *মিরআতুল মাফাতিহ*: ১/১০২

দুটি দিকই আছে, তাকে তার ঈমান ও ইসলামের পরিমাণ অনুযায়ী মহব্বত করবে, পাশাপাশি তার পাপ ও শরিয়ত-বিরোধিতার পরিমাণ অনুযায়ী তাকে ঘৃণা করবে।'

দুই. হযরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত— রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ، فَيَقُولُ: إِنِّي أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ، قَالَ: فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ، قَالَ: فَيُبْغِضُونَهُ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ.

'আল্লাহ তায়ালা কাউকে অপছন্দ করলে জিবরিলকে ডেকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে অপছন্দ করি, তুমিও তাকে অপছন্দ করো। তখন জিবরিল আলাইহিস সালাম তাকে অপছন্দ করেন। এরপর তিনি আকাশবাসীকে ডেকে বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা অমুক বান্দাকে অপছন্দ করেন, তাই তোমরাও তাকে অপছন্দ করো। তখন আসমানবাসীও তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। অতঃপর পৃথিবীতে তার প্রতি বিদ্বেষ অবধারিত করে দেওয়া হয়।'[১]

লক্ষ করুন, এই হাদিসে বার বার بغض—'বুগয' শব্দ ব্যবহার হয়েছে। যার অর্থ ঘৃণা করা, বিদ্বেষ পোষণ করা, অপছন্দ করা। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা বান্দার কর্মের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তার প্রতি 'বুগয' পোষণ করেন, এরপর জিবরিল আলাইহিস সালাম ঘোষণা দিয়ে বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা অমুকের প্রতি 'বুগয' তথা ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করেন, তোমরাও তার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করো।'

সুতরাং এ কথা সুস্পষ্ট যে, পাপাচারীদের প্রতি তাদের পাপের পরিমাণ অনুপাতে ঘৃণা ও বিদ্বেষ থাকতে হবে। মুমিন হলে তার ঈমানের কারণে তার প্রতি মহব্বত থাকবে, আবার পাপের কারণে তার প্রতি এক প্রকারের ঘৃণা ও অসন্তুষ্টিও থাকবে। আর পাপাচারী যদি কাফের হয়, তখন তার প্রতি তো পুরোপুরিই ঘৃণা থাকবে। মহব্বতের লেশও থাকবে না।

যুক্তির দাবি

কাফের, মুরতাদ, নাস্তিক, যিন্দিক, শাতিমে রাসুল (রাসুলের শানে কটূক্তিকারী), ইসলাম বিদ্বেষী, বেদআতি ও পাপাচারীদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ থাকা কুরআন-হাদিসের নির্দেশের পাশাপাশি সাধারণ যুক্তির দাবিও বটে। কারণ,

১. *সহিহ মুসলিম:* ২৬৩৯

আপনি যাকে ভালোবাসেন ও মহব্বত করেন, তার দুশমনের সাথে আপনার ভালোবাসা থাকতে পারে না। কাফেররা হচ্ছে আল্লাহর দুশমন। সুতরাং আল্লাহর প্রতি মহব্বত থাকলে তার দুশমনের সাথে ভালোবাসা থাকতে পারে না। থাকবে শুধু ঘৃণা ও বিদ্বেষ।

দেখুন, কাউকে মহব্বত করার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হচ্ছে তার প্রিয় বস্তুটি নিজের কাছেও প্রিয় হওয়া এবং তার অপ্রিয় বস্তুটি নিজের কাছেও অপ্রিয় হওয়া। এখন চিন্তা করার বিষয় হল কাফের, মুশরিক, যিন্দিক, নাস্তিক, ইসলাম বিদ্বেষী, এরা আল্লাহর দুশমন। সুতরাং কারও অন্তরে আল্লাহর মহব্বত থাকলে, তাদের প্রতি কোনো মহব্বত থাকতে পারে না। কেউ যদি ইসলাম বিরোধী একটি কথাও বলে, তাহলে তার প্রতি কারও আন্তরিকতা থাকতে পারে না।

আপনাকে বলছি— আপনার সামনে আপনার অন্তরঙ্গ কোনো বন্ধুর সমালোচনা কেউ করলে, কিংবা তার ব্যাপারে কুৎসা রটালে আপনার অবস্থা কেমন হবে, বলুন তো? তাহলে কেউ যদি মুমিনের প্রকৃত ওলি ও বন্ধু আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে, তার প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বা তার প্রিয় দ্বীন সম্পর্কে কুৎসা রটায়, গালাগালি ও সমালোচনা করে, তারপরও তার প্রতি আপনার মহব্বত ও অন্তরের টান থাকাটা একজন মুমিন হিসেবে আপনার জন্য কতটুকু কাম্য হতে পারে?

কয়েকটি সংশয়ের নিরসন

এক. অনেকে থানভি রহ. এর একটি বক্তব্য সামনে এনে বলে থাকে, তিনি পাপকে ঘৃণা করতে বলেছেন, পাপীকে নয়। কিন্তু তাদের কথাটি বাস্তবসম্মত নয়। প্রথমে থানভি রহ. এর বক্তব্যটি লক্ষ করুন। *আনফাসে ঈসা* গ্রন্থে (পৃ. ১৬০) তিনি বলেন, 'নিজের তাকওয়া ও পবিত্রতার প্রতি অহংকারবশত গুনাহগারদের তুচ্ছ মনে করো না।'

খুব ভালো করে লক্ষ করুন, তিনি কী বলেছেন! বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করে বলি। কোনো পাপাচারীকে দেখে মনের মধ্যে দুটি অবস্থা হতে পারে। হয়ত এই ভেবে মনে মনে খুশি অনুভূত হবে যে, আল্লাহ তায়ালাই তো আমাকে কুফর এবং গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছেন। না হয় আমার কী শক্তি ছিল! আমার পাশেই তো একজন কত বড় অপরাধে লিপ্ত। একজন মুমিন এজন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে পারে। এটাই একজন মুমিনের কাম্য। এতে সে সাওয়াবের অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে মনে মনে নিজেকে অপরাধীর চেয়ে ভালো ও বড় মনে করা এবং

অপরাধীকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হচ্ছে অহংকার। এতে গুনাহ হবে। সুতরাং যে কোনো পাপাচারীকে অহংকারবশত তুচ্ছ ও হেয় জ্ঞান করা এবং নিজেকে উত্তম ও বড় মনে করা এক বিষয়। পক্ষান্তরে আল্লাহর জন্য কারও প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করা ভিন্ন বিষয়। আর থানভি রহ. এর কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রথমটি, অর্থাৎ অহংকার থেকে বারণ করা। আর এটি তো আপন জায়গায় ঠিকই আছে।

দুই. কাফেরদের সাথে বিদ্বেষ ও ঘৃণা থাকার অর্থ এই নয় যে, তাদের সাথে কোনোরূপ সদাচরণ করা যাবে না। বরং সাধারণ অবস্থায় অমুসলিম আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও অন্য যে কোনো বিধর্মীর সাথে সদাচরণ শরিয়তে বৈধ। নিজের ঈমান-আকিদা এবং ইসলামি স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা রক্ষা করে তাদের সাথে সদাচরণ করা শুধু বৈধই নয়, বরং এ ব্যাপারে শরিয়তের নির্দেশ রয়েছে। এমনকি নফল দান-সদকা দ্বারা তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করাও জায়েয। তা ছাড়া কুরআন মাজিদের এ হুকুম তো সকলের জন্যই প্রযোজ্য—'ভালো ও মন্দ সমান হতে পারে না, মন্দ প্রতিহত করুন উৎকৃষ্টের দ্বারা। ফলে আপনার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো হয়ে যাবে।' (সুরা হা-মিম আস-সাজদা, আয়াত ৩৪-৩৫)

আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে— কাফেরদের সাথে আমাদের শত্রুতা কেবল আল্লাহর জন্য। তাই আমি তার সাথে কখনও বেইনসাফি করব না। বরং যদি দেখি সে মজলুম হচ্ছে, আর তাকে জুলুম থেকে মুক্ত করার সামর্থ্য আমার আছে, তাহলে জুলুম থেকে মুক্ত করতেও আমি পিছপা হব না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُالْعِقَابِ.

'তোমাদেরকে মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেওয়ার কারণে কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না। আল্লাহকে ভয় করবে। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।' (সুরা মায়িদা, আয়াত ২)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

'হে মুমিনগণ, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে; কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। সুবিচার করবে, তা তাকওয়ার নিকটতর। আর আল্লাহকে ভয় করবে। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন।' (সুরা মায়িদা: ৮)

সুরা মুমতাহিনার আট নম্বর আয়াতে বলেন,

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

'দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের স্বদেশ হতে বহিষ্কৃত করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।'

মোটকথা, একজন মুমিনের উপর অমুসলিমের যে হক সাব্যস্ত হয়, তা তো অবশ্যই আদায় করতে হবে, কিন্তু তাদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক হতে পারে না। বরং মুমিন তাকে আল্লাহর জন্য দুশমনই মনে করবে, যে পর্যন্ত না সে ঈমান আনে ও ইসলাম কবুল করে।

তিন. আমাদের বিদ্বেষ যেহেতু আল্লাহর জন্য, তাই বিদ্বেষের পাশাপাশি দরদও থাকবে। অর্থাৎ কোনো অপরাধীকে দেখলে এই ভেবে মনে মনে কষ্ট হবে—হায়! আমাকে আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে রক্ষা করেছেন, কিন্তু আমার কাছের লোকটিই তো মহাবিপদে পড়ে আছে। সে যদি কুফর থেকে বেঁচে না আসে, তাহলে তো চির জাহান্নামি হয়ে যাবে। সে যদি গুনাহ পরিত্যাগ না করে, কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হবে।

সাধারণত কারও সাথে দুনিয়াবি কোনো স্বার্থের কারণে শত্রুতা ও বিদ্বেষ থাকলে শত্রুর প্রতি কোনো দরদ থাকে না। কিন্তু আমাদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ যেহেতু আল্লাহর জন্য, তাই বিদ্বেষের পাশাপাশি দরদও থাকবে।

চার. কাফের ও অমুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে তাদের উপাস্যকে গালাগাল করা যাবে না। ইসলাম মুসলমানদের অপর ধর্মের উপাস্যকে গালাগালের অনুমতি দেয় না। কারণ, তা ভদ্রতা পরিপন্থি। তা ছাড়া একে বাহানা বানিয়ে তারা ইসলামের সত্য নিদর্শনের অবমাননা করবে।